

২৫৬

## শিক্ষাতত্ত্বে

### সেশনজট নিরসনে স্থিতিশীলতা আবশ্যিক

শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে যাওয়া আমাদের দেশের শিক্ষাসনে এক রকম স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে চলেছে। তবুও বিষয়টি যে শিক্ষা প্রসার বা শিক্ষা উন্নয়নের জন্য খুব অনুকূল তা মেনে নেয়া যায় না। তাই এ সম্পর্কিত খবর এখনো আমাদের উদ্বিগ্ন করে। বিষয়টি আলোচনা ও বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

এবারও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় সব বিভাগই শিক্ষাবর্ষ পিছিয়েছে। এর পরিণতিতে বিপুল সংখ্যায় ছাত্রের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে কর্মক্ষম সময়ের একটি বড় অংশ। অন্যদিকে দু'বছরের শিক্ষাসূচী পাঁচ বছর গড়ালেও প্রকৃত শিক্ষা কার্যক্রম ছ'মাসের চাহিদা পূরণ করতে পারছে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। সেশনজট আমাদের শিক্ষাসনের বিশেষ সমস্যা। শিক্ষা ক্ষেত্রে এত অনিয়ম অব্যবস্থা চলতে থাকলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে না পড়লেও তার ভবিষ্যৎ যথেষ্ট খুব উজ্জ্বল হবে না তা বলাই বাহুল্য।

শিক্ষাসনের বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্টরা এখনো পর্যন্ত তেমন দৃষ্টান্তমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা মনে রেখে এককভাবে কোন পক্ষের উপরই দোষ চাপানো ঠিক হবে না এ কথাও ঠিক। পরীক্ষা পিছায়, ক্লাস হয় না—এ জন্য দায়ী কে? কখনো ছাত্ররা দায়ী। কখনো শিক্ষকরা, আবার কখনো বা সামাজিক পরিবেশ। সামাজিক স্থিতিশীলতা না থাকলে কোন ক্ষেত্রেই উন্নয়ন সম্ভব নয়, শিক্ষায় শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যও স্থিতি এবং সময় প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে।

—মোজ্জাহরুল হক (বাবুল)

### মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শরীর চর্চা শিক্ষা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শরীর চর্চা শিক্ষা আবশ্যিক অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। প্রতিদিনের রুটিনে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। একজন শরীর চর্চা শিক্ষক বা শিক্ষিকাও রয়েছেন এ জন্য। শরীর চর্চা শিক্ষা বলতে আমরা ব্যায়াম ও খেলাধুলা বুঝি। আগে বলা হতো ড্রিল। এখন বলা হয় শরীর চর্চা। এই

বিষয়ের জন্য কোন বিদ্যালয়ে ২৫ আবার কোন বিদ্যালয়ে ৫০ নম্বর রয়েছে। এ বিষয়ের পরীক্ষাও নেয়া হয়। কিন্তু এই বিষয়ের পরীক্ষক ও নম্বর প্রদান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অনেক কথা রয়েছে। কারণ, পরীক্ষা পদ্ধতি কারও মনঃপূত নয়। শরীর চর্চা পরীক্ষার দিন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলের নির্ধারিত পোশাকে ফিটফাট হয়ে আসে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাদের লাইন করান। কোন কোন শিক্ষক দু'একটি ব্যায়ামের পরীক্ষা নেন। আবার কেউ কোন পরীক্ষা ছাড়াই স্মার্টনেস দেখে নম্বর দেন। কোন ছাত্র-ছাত্রী লিখিত বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পায়। কিন্তু শরীর চর্চায় ফেল করে। আবার কোন ছাত্র-ছাত্রী লিখিত অন্যান্য বিষয়ে ফেল করে কিন্তু শরীর চর্চায় সর্বোচ্চ নম্বর পায়। এ নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী উভয়েরই বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। কারও কথা যুক্তিহীন নয়। এ জন্যে আমার কিছু বক্তব্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি সবিনয়ে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই স্মার্ট নয় বা সকলেই খেলাধুলা জানেও না। পছন্দও করে না। আবার অনেকে

খেলাধুলা পছন্দ করে, কিন্তু লোপডায় ভলি না। এ জন্যে আমার মনে হয় শরীর চর্চা শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এই বিষয়টিকে দুটো অংশে বিভক্ত করতে পারেন।

মোট নম্বরের অর্ধেক লিখিত আর অর্ধেক ব্যবহারিক হিসেবে নিতে পারেন। লিখিত অংশে থাকবে বিভিন্ন খেলাধুলার নিয়ম, কানুন, বিচার, পরিচালনা ইত্যাদি। এ জন্যে একটি খেলাধুলার বই পাঠ্য করা যেতে পারে। সপ্তাহে দুটো শরীর চর্চার ক্লাস থাকলে একটা থাকবে তত্ত্বীয়, আরেকটি ব্যবহারিক। যারা খেলাধুলা পছন্দ করে না, তারা তত্ত্বীয় জ্ঞান লাভ করবে। অপরপক্ষে যারা খেলাধুলা ভালবাসে তারা তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক দুটোই জানবে। এতে ছাত্র-ছাত্রী এদিকে আকৃষ্ট হবে। যারা খেলে না তারা তত্ত্বীয় বিষয়ে যে নম্বর পাবে তাতে দুঃখ থাকবে না। কারণ সে জানে যে সে ব্যবহারিক পারে না। আবার যারা দুটো জানবে তাদের বিরুদ্ধেও কিছু বলার থাকবে না। অধিকন্তু সবাই বিভিন্ন খেলাধুলা সম্বন্ধে তত্ত্বীয় জ্ঞান লাভ করবে।

—জোবেদ আলী